গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
www.ssd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০..০১৪.০৬.০০৩.১৭.৬১ তারিখ: ২৭ ফাল্গুন ১৪২৫
১১ মার্চ ২০১৯

বিষয়: **ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১৪.০২.২০১৯ তারিখের মধ্যে হার্ডকপি সরাসরি ও সফট কপি (Nikosh font ১৩ সাইজে) ই-মেইল (admin3@ssd.gov.bd) এবং পেনড্রাইভে প্রশাসন-৩ অধিশাখায় প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১১-৩-২০১৯
মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব
ইমেইল: admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ :
১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির জানুয়ারি, ২০১৯-এর সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময় : ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, সকাল ১০.৩০ টায়
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট চলমান প্রকল্পসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গুণগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে, সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) কর্তৃক অধিদপ্তরওয়ারী আলোচ্যসূচি মোতাবেক উপস্থাপন করা হয়। সভায় আলোচ্য বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

২। ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :

	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
২.১	গত সভার (ডিসেম্বর, ২০১৮) কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ	ডিসেম্বর, ২০১৮ সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	

ক্র.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.২	**কারা অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ :**		
	নির্দেশনা-১ : কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	• কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে এ বিভাগে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা; • বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে একটি Concept পেপার/কৌশল পত্র প্রস্তুতপূর্বক এ বিভাগে দ্রুত প্রেরণ করা;	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
	নির্দেশনা-২ কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে	• কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা;	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
	নির্দেশনা-৩ : কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে	• এ বিষয়ে গৃহীত প্রকল্পের প্রণয়নকৃত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
	নির্দেশনা-৪ কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে	• স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এ ইউনিট গঠন সংক্রান্তে একটি Concept পেপার প্রস্তুতপূর্বক দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
	ইত:পূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ :		
	নির্দেশনা-১: বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা।	• উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করার লক্ষ্যে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।

	নির্দেশনা-২: কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০১-১১-২০১৮ তারিখে প্রকল্পের নির্মাণকাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে)।	• কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার এর জায়গায় গৃহীত 'পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ : কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	• জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারাখানার জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে।	• ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর বিষয়ে দেওয়ানি আপিল মোকদ্দমার রায় ও ডিগ্রির বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত সিভিল রিভিশন মামলার যথাযথ তদারকি অব্যাহতি রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৫ : বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে	**বাস্তবায়িত**	
	প্রতিশ্রুতিসমূহ :		
	প্রতিশ্রুতি-১ : বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা করা	বাস্তবায়িত	
	প্রতিশ্রুতি-২ : কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ।	• "ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ" প্রকল্পে ২টি স্কুল বাস অন্তর্ভুক্ত আছে। স্কুলবাস ২টি দ্রুত ক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৩ : সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তা সংখ্যাসহ কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধিকরণ।	• কারা অধিদপ্তর হতে প্রেরিত ১৩৫ জন অতিরিক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃষ্টির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সচিবের নিকট উপস্থাপন করা; • কারা অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে এতদবিষয়ক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • কারা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্ত করে দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৪ : কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং ঢাকায় কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকরণ।	• কেরাণীগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির ডিপিপি ০২-০৮-২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় যোগাযোগরক্ষাপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় কারা অধিদপ্তরের নিজস্ব জমিতে একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৫ : কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন	• ০৮-০৮-২০১৮ তারিখের যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে দ্রুত ডিপিপি পুনর্গঠন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৬ : কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে।	• মহিলা কারারক্ষীদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকল্পে নির্মাণকাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্য সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৭ : কারাগারকে বন্দিশালা নয়	কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার	**কারা মহাপরিদর্শক,**

	শোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা: • কারাগারগুলিতে বন্দিদের মোবাইল ব্যবহার বন্ধ করা; • কারাগারে যেন কোনভাবেই মাদক প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়া; • মাদকাসক্ত বন্দিদের মাঝে মাদকবিরোধী উদ্বুদ্ধকরণ সম্পর্কিত কর্মসূচি চালু করা; • এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য আইন ও বিচার বিভাগকেও যুক্ত করা; • কারাগারকে সংশোধনাগারে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে আরও বৃত্তিমূলক কাজের সম্প্রসারণ করা, এ জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থানের ব্যবস্থা রাখা।	**কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮ : বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।	• কারাগারে আটক বন্দিদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা; • বন্দিদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উৎপাদনমুখী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখা; • ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী শিল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৯: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকরণ করা হবে	আংশিক বাস্তবায়িত। • ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগের ৩২ কারাগারের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা; • কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ১৫০ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৬টি কারাগারের নতুন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে এ বিভাগে প্রেরণ করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-১০ : কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	• কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ মর্যাদা নির্ধারণ করে কারা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা/কর্মচারী) খসড়া নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্ত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-১১ : কারা কর্মচারীদের পোশাক ও র‍্যাংক ব্যাজ প্রবর্তন	**বাস্তবায়িত**	
	প্রতিশ্রুতি-১২ : বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ।	• আংশিক বাস্তবায়িত। • ১১-০৯-২০১৮ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০১-১১-২০১৮ তারিখে প্রকল্পের নির্মাণকাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এক্ষণে প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। • মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০১-১১-২০১৮ তারিখে প্রকল্পের নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এক্ষণে প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-১৩ : ১০০০ (এক হাজার) জন দীর্ঘ মেয়াদি সাজা প্রাপ্ত বন্দিকে মুক্তি দান	**বাস্তবায়িত**	
	প্রতিশ্রুতি-১৪ : গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২০০ শয্যার কারা হাসপাতালে প্রিজন সেল থাকবে, আসেপাশের জনসাধারণের	**বাস্তবায়িত**	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

	চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং স্পেশালাইজড ইউনিটও থাকবে		
	প্রতিশ্রুতি-১৫ : প্রিজন লিংক স্থাপন	• দেশের সকল কারাগারে প্রিজন লিংক স্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রকল্পটির প্রণয়নকৃত ডিপিপি দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :** **২০.০১.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ :**		
	নির্দেশনা-১ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে তা দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহা চালু করা যায়	• গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করার লক্ষ্যে গ্যাপ-এরিয়া সনাক্তকরণপূর্বক সংখ্যা নির্ধারণ করে এ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা । • প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রেখে নিয়োগের সকল আনুষ্ঠানিকতা ও প্রশিক্ষণ সম্পন্নপূর্বক নির্ধারিত সময়ে ফায়ার স্টেশনসমূহ চালু করা;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে	• প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে	• সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের মাধ্যমের বিদ্যমান পদসমূহের নাম ও গ্রেড পরিবর্তনের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৫ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে	• এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। • যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে তা সমন্বয়সাধনপূর্বক মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে অবহিত করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	ইত:পূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ :		
	নির্দেশনা-১: নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	• মর্ডানাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপির প্রদত্ত Specification অনুযায়ী সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২: বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ	• ডুবুরি ইউনিট গঠনের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/**

উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ।		সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
প্রতিশ্রুতিসমূহ :		
প্রতিশ্রুতি-১ : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন	• মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
প্রতিশ্রুতি-২: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।	• চৌহালী উপজেলার প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা ।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
প্রতিশ্রুতি৩- গৌরিপুর ও ,ত্রিশাল : নান্দাইল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্থাপন স্টেশন	• ত্রিশাল- বাস্তবায়িত • নান্দাইল- বাস্তবায়িত • গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটির নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
প্রতিশ্রুতি-৪: সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ।	• ধর্মপাশা উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজের দ্রুত শেষ করে ফায়ার স্টেশনটি চালুর ব্যবস্থা করা; • জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে দোয়ারা বাজার উপজেলায় ও তাহিরপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
প্রতিশ্রুতি-৫ : বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।	• তালতলী উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজ দ্রুত সম্পন্ন করে স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
প্রতিশ্রুতি-৬ : চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।	• চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ দ্রুত শুরু করা; • চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন বাস্তবায়নাধীন ২৫ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
প্রতিশ্রুতি-৭: কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে।	• রাজিবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা; • ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট উপজেলার ফায়ার স্টেশনের ভুমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক দ্রুত সম্পন্ন করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
প্রতিশ্রুতি-৮: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর পুর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন	**বাস্তবায়িত**	
প্রতিশ্রুতি-৯: নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনগুলো আধুনিকায়ন করা	**বাস্তবায়িত**	

২.৪	**ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :** **২০.০১.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ :**		
	নির্দেশনা-১ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে;	• ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্থান নির্বাচন করা এবং এতৎবিষয়ে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণ করা; • ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; • ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্প দ্রুত গ্রহণ করে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে	• নবনিয়োগকৃত ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক তাদের পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে;	• আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	ইত:পূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ :		
	নির্দেশনা-১ : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে	**বাস্তবায়িত**	
	নির্দেশনা-২ : ইংল্যান্ড, ইতালী, সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরিভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লেখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করতে হবে	**বাস্তবায়িত**	
	নির্দেশনা-৩ : প্রক্রিয়াধীন ০৮ টি দেশে ১০ টি অফিসের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অপর প্রস্তাবিত দেশগুলোর মধ্যে থেকে আপাতত ইউকে, ইউএসএ এবং ইইউভুক্ত যে কোন একটি দেশে পাসপোর্ট অফিস খোলা এবং কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে	**বাস্তবায়িত**	
	নির্দেশনা-৪ : সারাদেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে MRP এবং MRV বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ১৯টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১০টি মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যক্রমের জন্য ১ম শ্রেণির ১০টি পদ সৃজন করা হবে	**বাস্তবায়িত**	

২.৫	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ :**		
	নির্দেশনা-১ : আন্ত: সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Modernisation of DNC' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে;	• মাদকের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; • মাদকবিরোধী বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, পোস্টার, ফেস্টুন ও লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারণামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে; • সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে মাদক বিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটিগুলোর কার্যক্রম কার্যপরিধি (TOR) অনুযায়ী পরিচালনা করা হচ্ছে কিনা তা মনিটর করতে হবে; • চলমান মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের সভায় উপস্থাপন করতে হবে; • Modernisation of DNC' প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করাসহ পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে;	• বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; • ডাক্তার ও নার্সদের প্রশিক্ষণ সুবিধাসহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • সরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্ত রোগিদের চিকিৎসার জন্য ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যার মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা । • ময়মনসিংহ, খুলনা ও রংপুর বিভাগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ে নিজস্ব অফিস নির্মাণের অংশ হিসেবে ১ম পর্যায়ে ৭টি জেলায় জেলা অফিস নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ৭টি) দ্রুত সম্পন্ন করা; • বৃহত্তর জেলাসহ মাদকপ্রবণ জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করা; • অবশিষ্ট জেলাসমূহে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করা; • বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহেও আর্থিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করা এবং নিয়মিত মনিটরং অব্যাহত রেখে মাসিক সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে	• মাদক নির্মূলে বিশেষায়িত জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-৪ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	ইতোপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ :		
	নির্দেশনা-১: সোনা /মাদক/অস্ত্র/ শিশু ও মানবপাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা।	• মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা বিষয়ে গত ৩(তিন) মাসের পরিচালিত অভিযানের সাথে বিবেচ্য মাসের অভিযানের তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক অতিরিক্ত সচিব(মাদক) কর্তৃক সভায় উপস্থাপন করা; • সিসা বারসমূহে টাস্কফোর্সের অভিযান অব্যাহত রাখা এবং দৃশ্যমান অগ্রগতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা; • দায়েরকৃত মামলাসমূহ যথাযথভাবে তদারকিকরণ অব্যাহত রাখা; • মামলার তারিখে সাক্ষী হাজির করা হচ্ছে কিনা-তা নজরদারি অব্যাহত রাখা; • জব্দকৃত মালামাল সঠিকভাবে রাখা হচ্ছে কিনা, তার মনিটরিং অব্যাহত রাখা; • সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়া মামলাসমূহের মধ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে মামলার হেরে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে করণীয় ঠিক করা এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা;	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ :এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদক দ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা।	• এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত নজরদারি বৃদ্ধি করা; • প্রতিমাসে কয়টি এনজিও পরিচালিত নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে তার তথ্য ছকে উল্লেখপূর্বক মাসিক সভায় উপস্থাপন করা; • নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের-কে উৎসাহ প্রদান করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাকর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে	**বাস্তবায়িত**	
	নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।	• মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ডিসি-ডিএম সভা অনুষ্ঠানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৫ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ যুগোপযোগি করতে হবে।	**বাস্তবায়িত**	

৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ শহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়